# বিচার বিভাগের জন্য সুপারিশ

## বিচার বিভাগের উন্নয়নের এবং গনমূখীকরনের জন্য প্রস্তাব:

১। পুরো বিচার বিভাগের নামকরন এখনো করা হয় নাই। এর নামকরন করা যেতে পারে '' বাংলাদেশ কোর্ট সার্ভিস ''। এই নামেই সচিবালয় করতে হবে।

২। এটর্নী জেনারেল সুপ্রীম কোর্টে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু জেলা আদালতগুলোর সরকারী পিপি ও জিপি-দের সংস্কার প্রয়োজন। এজন্য :

- ফৌজদারী মামলার জন্য একজন ''ডাইরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশন- ডিপিপি''র আওতায় পিপিদের প্রশাসনিকভাবে ন্যস্ত করা উচিত। তবে এই ডিপিপি কোন আমলা হলে চলবে না। হয় তাকে সাবেক বিচারক হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে বা আইনের উচ্চতর ডিগ্রিসহ কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। অথবা একজন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেলকে ডিপিপি-র দায়িত্ব দেয়া যায় তবে এটা ঝুকিপূর্ন।

- জেলায় প্রধান সরকারী আইন কর্মকর্তার পদবী ''জেলা এটর্নী'' করা হোক এবং সাচিবিক কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেয়া হোক। পিপি গন এবং জিপি গন ''জেলা এটর্নী''র অধীনে কাজ করবে।

-জেলার ফৌজদারী মামলার জন্য পিপি কাজ করবেন।

- জেলার দেওয়ানী মামলা গুলোতে জিপি সরকারের পক্ষে কাজ করবেন।

৩। সকল আইন কর্মকর্তাদের শপথ ও সম্পদের হিসেব বাধ্যতামূলক করা হোক।

৪। আইনজীবিদের ফি গ্রহনের বেলায় নির্ধারিত 'মানি রিসিপ্ট' ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হোক। এই মানি রিসিপ্ট সরবরাহ করবে জেলা কালেক্টর এবং প্রতি মাসেই প্রত্যেক আইনজীবি তার করসহ রিসিপ্ট এর অনুলিপি কালেক্টরেটে জমা দেবেন।

৫। যেকোন নাগরিক আইনজীবি ব্যতীত আদালতের মুখোমুখি হতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে।

ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি
৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১২১৭। ই-মেইল- ildbdesh@gmail.com

৬।আইনজীবিদের সহকারীদের জন্য ১ বছরের আইনের একটি সার্টিফিকেট কোর্স বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। মেধাবী ও সৎ আইনজীবি যারা ১০ বছর সততার সাথে আইন পেশায় যুক্ত হয়েছে তাদের জন্য সাব-জজ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিধান চালু করতে ''বাংলাদেশ কোর্ট সার্ভিস'' তথা প্রধান বিচারপতিকে বলতে হবে, এবং সেই অনুসারে গেজেট হতে হবে।

৮। সকল প্রকার কোর্ট ফি ''বাংলাদেশ কোর্ট সার্ভিস'' এর রেভিনিউ হিসেবে জমা হবে।

৯। সিআইডি-র কলেবর বৃদ্ধি করে এর গুনগতমান উন্নয়নের পাশাপাশি র‌্যাব এর মত সামরিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঢেলে সাজিয়ে বা র‌্যাব এর কর্মকর্তাদের এই সংস্থায় এনে একে সত্যিকারের অপরাধ তদন্ত সংস্থায় পরিনত করা হোক। এই সংস্থাটি আইন মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনে ''এটর্নী সার্ভিস'' এর আওতায় কাজ করবে। সকল মামলা তদন্তকারী পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের দ্বারা সিআইডি-কে আলাদা সংস্থায় পরিনত করা হোক। এতে সুফল পাওয়া যাবে। পুলিশ বিভাগের দূর্নীতি ৭০% কমবে শুধু এই পদ্ধতিতে। র‌্যাবকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে রেখে প্রয়োজনে সিআইডিকে সহায়তা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

১০। বিচার বিভাগের যেকোন দূর্নীতি প্রমান সহ মিডিয়ায় প্রকাশের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না। এটা ''সাবজুডিস'' হিসেবে গন্য করা যাবে না।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের পৃথকীকরনের পরে এই মুহুর্তে বিচার বিভাগ এতটাই স্বাধীনতা ভোগ করছে যে এখন তাদের জবাবদিহিতা একেবারেই নেই বললেই চলে।

এমনকি কোন বিচারক ইচ্ছাকৃত পক্ষপাতিত্ব করলে বা নিজেই দূর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার কোন ম্যাকানিজম নেই। এক্ষেত্রে দূর্নীতির বিষয়টি তদন্তের জন্য দূর্নীতি দমন কমিশনের উপর দায়িত্ব অর্পন করা যায়।দূর্নীতি দমন কমিশন যেকোন বিচারকের দূর্নীতির বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে

অবহিত করবে এবং তৎপরবর্তীতে নিয়মিত মামলা করবে। মামলা হওয়ার সাথে সাথে ঐ বিচারক বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকরীতে বরখাস্ত থাকবেন।

আপীল বিভাগের বিচারপতি ছাড়া যেকোন বিচারকদের যে কোন দূর্নীতি মূলক ও গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে **সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল-কে** পূনর্গঠন করা উচিত:

| | | |
|---|---|---|
| ১। | চেয়ারম্যান | : মহামান্য রাস্ট্রপতি |
| ২। | সদস্য | : প্রধান বিচারপতি |
| ৩। | সদস্য | : সিনিয়র বিচারপতি, আপীল বিভাগ |
| ৪। | সদস্য | : আইন ও বিচার মন্ত্রী |
| ৫। | সদস্য | : চেয়ারম্যান, আইন কমিশন |
| ৬। | সদস্য | : সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি |
| ৭। | সদস্য | : এটর্নী জেনারেল |
| ৮। | সদস্য | : চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশন |
| ৯। | সদস্য | : প্রেসিডেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন/ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। |

সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয়ের সচিব বা আইন সচিব।

ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসি-আইএলডি
৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১২১৭। ই-মেইল- ildbdesh@gmail.com